অ-বো

মধুময় পাল

জায়গাটা যখন নিচু ছিল, তখন এরকম নিচু কোথাও ছিল না। অমৃতের পুত্রকন্যারা, যে যেমন ও যেভাবে পেরেছে, নিজেদের সাধমত জলাভূমি ভরাট করে স্বপ্ননীড় রচনার কিছু কর ক্রমে টের পেল, তাদের আবেগ অবজ্ঞা উদাসীনতা ঔদ্ধত্যের ফাঁকে ফাঁকে বিস্তর খাদ তৈরি হয়ে গেছে। তাদের উঁচু অবস্থানের গা ঘেঁষে আছে সন্দেহজনক নিচু, যার মাধ্যাকর্ষণ কখনও বেশি মনে হয়। এইসব নিচু জায়গা তাদের কথোপকথনে বৈঠকে স্বীকারোক্তিতে আত্মসমালোচনায় বারবার উদ্ধৃত হওয়ার মধ্যেই নিচু হতে থাকে।

সেখানে জল জমে, জঞ্জাল জমে, পোকামাকড় হয়, মলিন চায়ের দোকান হয়, বেলাকোলো গেরস্থালি হয়, নেশা আসে, সমাজসেবী আসে, থানার ডাকবাবু আসে। সেখানে অন্ধকার জমে, উপকথা জমে, উপকথার সহবাসে আরও উপকথা জন্মায়।

না এলেই হত। নিপম প্রায়ই ভাবে। এত ভয়, এত সন্দেহ, এত ভ্রষ্টাচারের মধ্যে বাঁচা যাবে কি? বাঁচার মত বাঁচতে গিয়ে খুন হওয়া কিংবা বেঁচে থাকার জন্য প্রতিমুহূর্তে মরতে থাকার মধ্যে দ্বিতীয়টা বুদ্ধিমানের পথ মেনে নিয়েও নিপম যখন কষ্ট পায়, ফেলে আসা জেটিঘাট তার চোখের গোপনে জলে ভেসে ওঠে। এপারে শাঁখাইঘাটে মণিদার ঘর। অজয় আর ভাগীরথীর জোনে ছায়া-ঢাকা নিঃসঙ্গ মানুষের আস্তানা। ভাঙা মৃৎ-কলসের ভেতর মণিদা যেন অলীক স্বপ্নের মুক্তো হয়ে ছিলেন।

অন্ধকার বারান্দায় নিপম দাঁড়িয়েছে। সুজাতা এখন আর বারান্দায় আসে না। বাল্‌বটা কবেই কেটে গেছে। নতুন বাল্‌ব লাগানো দরকার মনেও হয় না। জামাকাপড় শুকোনোর দড়ির জালে বারান্দাটা বিশ্রী হয়ে গেছে। একদিন এই বারান্দা ছিল নিপম আর সুজাতারঢের পেয়েছির দেশ। ১৬০ কিমি দূরের গঙ্গাতীরের গোস্বামী পাড়ার অভিমুখহীন দিনযাপন থেকে তারা যখন এই শহরের বাসিন্দা হল, সে এক উচ্ছ্বাসের সময়। নির্মীয়মাণ বাড়ি দেখেই নিপম আর সুজাতা দু'বেলা স্বপ্ন নির্মাণ করেছে। অজয়ের বাঁধের ওপর হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে গেছে কল্পিত আগামীর অনেকটা পথ। বালির নদীতে হেঁটেছে অঘ্রাণের বিকেলে। একটা পুরাতন গাছের নিচে অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করেছে চুম্বন করবে বলে। বিবাহিত বিছানায় যে সুখ তারা অনেক চেষ্টায়ও পায়নি, তা আপন হতে ধরা দিয়েছিল। সুজাতাকে নিয়ে চতুর্থবার যখন বাড়ি দেখতে এল নিপম, কাজ প্রায় শেষ, বিদ্যুতের লাইন আর নিকাশী পাইপ বসানো হচ্ছে, পুলিসের গুলীতে ৮ জনের মৃত্যুর ঘটনায় শহর সেদিন হঠাৎই স্তব্ধ, সুজাতাকে নিরস্ত করা যায়নি, দেখবে বলে সে বেরিয়েছে, সুতরাং দেখতেই হবে। এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিপমের কানের কাছে মুখ এনে সুজাতা বলেছিল, তোমাকে ছেলে দেব।

সুজাতার আবেগ কম। বিয়ের আগে ততটা বোঝা না গেলেও, পরে বেশ বুঝতে পারল নিপম। সপ্তাহে এক-আধদিন

এক-আধ ঘন্টার জন্য দেখা হত, লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে অবশিষ্ট বিকেলে, পুরনো কাছারি মাঠের দেদার গাছপালার নির্জন ছায়াপথে হাঁটা হত, জায়গাটা বেছেছিল নিপম, অপছন্দ ছিল সুজাতার, এতটাই গা বাঁচিয়ে হাঁটত যেন নিপম অশ্লীল কিছু করতে সাহস না পায়, যেন সুজাতাকে এইখানে ধর্ষণের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে, নিপম সব মেনে নিত, কোনো দিন সে সুজাতার হাতও ছুঁতে পারেনি। মফস্সলের নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের একটা মেয়ের দেহ নিয়ে সংস্কার থাকতেই পারে, বিশেষ করে, একটি মেয়ের শরীর ছাড়া অন্য সম্পদকে যখন গুত্ব দেওয়া হয় না, শরীর নামক প্রথম ও শেষ কড়ি রক্ষার্থে অভিভাবকরা কথায় কথায় ত্রমাগত গেরো দিতে থাকেন। মাধবীতলার অনেক আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে পালিয়ে যেত নিপমের প্রেমিকা। কিছু অর্থহীন কথা আর হাসির ভালো-লাগা নিয়ে একা একা ঘুরত নিপম। বিয়ের পরও যেন সেই সংস্কার কাটেনি। নিপমের সঙ্গে শোয়ার ফলে অপবিত্র শরীর থেকে মা কীভাবে দূরে ছিটকে গেছে, একথা কয়েকবার বলেছে সুজাতা। হয়ত নিপম বেশি আবেগপ্রবণ বলেই সুজাতাকে ঠান্ডা লাগে। পুরনো বাড়ির স্যাঁতসেতে গন্ধ আর সংসারের পূর্বপুষদের জন্ম-মৃত্যুর গোদা গল্পে সব প্রেম মুছে যেতে থাকে। বিছানা, চাদর, টেবিল, চেয়ার, জানালার পর্দা, ঘরের রঙ, ফুলদানি, পাপোষ পাল্টে, নতুন কিনে, নতুন করে সাজিয়ে, বড় বড় কোম্পানির সুন্দর ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে নিপম প্রেম বাঁচানোর চেষ্টা করে যায়। ম্যাগাজিন রাখে - ফ্যাশনের, রান্নার, ভ্রমণের, সিনেমার। ক্যাসেট - রবীন্দ্র, আকাদেমি, জ্ঞানপীঠ, অতুলপ্রসাদী, রবিঠাকুরের, সোনার যুগের,। বই আনে - অপরিমেয় রহস্যময় যৌনবিজ্ঞানের, অকুণ্ঠিত অলজ্জ যৌনতার। গা গরমের ছবি, ফিল্মও আনে। সবই তার প্রেম বাঁচাতে। নিপম ভেবেই পায় না, গোস্বামীপাড়ার মধ্যযুগের গলির জরাতুর এই 'মধুসূদন নিবাস'-এ কীভাবে সেএতদিন কাটাল? বহুবিধ অনাশাসনের নামাবলী-মোড়া এই বাড়ির ইঁট কাঠ উঠোন গোয়াল বৈঠকখানা কীভাবে ভালোবাসল? কী করেসে ভাবল এ-বাড়ির মুক্তি হবে এবং সেই মুক্তির জন্য তাকে দরকার? কেন সে ভাবল না মুক্তি অত সহজ নয়, মুক্তির জন্য অনেক কিছু মারতে হয়, অনেক কিছুকে মরতে হয়? সে কি পারবে তার পিতামহর চরণ-ছাপ, উত্তরীয়, দলিল-দস্তাবেজ, বৈষ্ণবীয় আধিপত্য উৎখাত করতে? পারবে পিতামহীর ধর্মানুরাগের উত্তর-চর্যা ভাঙতে? মণিদা বলেছিল, সবকিছুই নিজের মত একটা কাঠামো তৈরি করে নেয়। এটা হয়ে যায়। বাঁচার জন্য এটা দরকার। যে যার কাঠামোয় বাঁচে এবং কাঠামোর পক্ষে যুক্তি সাজিয়ে যায়। পরে যদি কখনও বোঝে যে কাঠামোটা ভুল বাতিলযোগ্য, বেরিয়ে আসার উপায় নেই। যে বরে সে মরে। তখন কাঠামোটাই বেঁচে থাকে, এবং কাঠামোর মত হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। গোঁসাই বাড়ির ছেলে ঘুরে ফিরে গোঁসাই হয়ে যাবে, না হতে পারলে মরবে। তুমি তেমন ল্য যে আরেকটাকাঠামো খাড়া করতে পার। নিপম ভেবেছিল, সুজাতাকে পাশে পেলে সে 'মধুসূদন নিবাস'-এ মুক্তির বাতাস বইয়ে দেবে, হয়ত সহজে হবে না। কিন্তু হবে। এই ভাবনায় ট্যালটেলে ভাবপ্রবণতা ছিল, মাল ছিল না, যখন নিপম বুঝল, সুজাতা ঢের দূরের মানুষ হয়ে গেছে।

চেষ্টা ব্যর্থ, প্রেমও ব্যর্থ। প্রেম বলে তার জীবনে কিছু ছিল কি? সে একটা প্রেম চেয়েছিল। সুজাতা কি সেই প্রেম ছিল কোনোদিন? এটা কি পুষতান্ত্রিক চিন্তা? তা তো নয়। সুজাতাকে নিয়ে সে পূর্ণ হতে চেয়েছিল। তার আংশিকতা সুজাতাই পূর্ণ করতে পারে। কিন্তু সুজাতা তো একজন নারী ছাড়া কিছু নয়। নিপম তন্নতন্ন খুঁজেও তার জীবনে প্রেম পায় না। লাইব্রেরিতে বসে বই ঘাঁটাঘাঁটি, পুরনো কাছারির মাঠে হাঁটা, কে কেমন আছে - কে কোথায় গেছে - কে কী বলেছে - কোথায় কী হয়েছে এইসব ভাঙা কথাবার্তা, বিকেলের আলো ফুরিয়ে যাওয়া, মাটি ফুঁড়ে ভয়ের মিহি অন্ধকার জমতে থাকা, হয়ত অপরাধবোধও, দ্রুতপায়ে পবিত্রতার কাছে চরিত্রের কাছে পলায়ন - এই তো তাহাদের প্রেম। নিপম কি নিজের স্বপ্নের কথা বিশ্বাসের কথা অনুভবের কথা কিছুই বলেনি? হয়ত বলেছিল, হয়ত শোনেনি প্রেমিকা-বাচ্য সেই নিছক নারী। সুজাতার ওপর রাগ হয় নিপমের। কেন এত নিরাবেগ, নিষ্প্রাণ? কেন এত সন্ত্রস্ত? নিজেকে এত গুটিয়ে রাখা কেন? ভাবনায় নেই সহধর্মিতা, সহবাস্যে নেই সহবাস, সে কেমন জীবনসঙ্গিনী? আবার রাগ মিইয়ে আসে, যখন নিপম ভাবে, সুজাতা সুজাতারই মত, সে কেন নিপমের মত হবে, তার নিজস্ব স্বপ্ন আছে, আকাঙখা আছে। সেটা তো নিপম কোনোদিন বুঝতে চায়নি, সুজাতকে নিজের মত গড়ে-পিঠে নিতে চেয়েছে পুষ নিপম। কখনও মনে হয় বাড়িটা ভুল, মনে হয় সুজাতা ভুল, বিবাহটা ভুল, মনে হয় সে নিজেও ভুল। চারপাশ যেন উদ্ধারহীন ঘূর্ণিপাক।

তবু একবার ভেসে ওঠার চেষ্টা করে নিপম। সে পালায়। গঙ্গাতীরবর্তী মধ্যযুগের গোস্বামীপাড়া থেকে প্রাদেশিক রাজধানীর এই স্বপ্নসাধের প্রসরমাণ বৃত্তে। পালানোটা মোটেই সোজা নয়। বদলির জন্য কিছু গর্হিত কাজ করতে হয়েছে। আস্তানা জোগাড়ে বিধি-বহির্ভূতকাজ করতে হয়েছে। আস্তানার দাম মেটাতে ধারকর্জ করতে হয়েছে, যা তার আয়কে ছেঁটে-ছুটে অকহতব্য করে ছেড়েছে। সবচেয়ে কঠিন ছিল, মা-কাকিমা-বৌদির শাসন-দাবি-স্নেহ-আশঙ্কা-নিষেধ-অশ্রুর বেড় থেকে বেরিয়ে আসা। কাঠামোর কামড় ছাড়ানো কঠিন।

সুজাতা এতটা পাল্টে গেল, বিস্মিত নিপমের চোখ খুঁজে পায় তার প্রেম সুজাতা এত উচ্ছল নৃত্যপর গীতিময়, নিপমের সামনে স্বপ্নের পাখিরা উড়তে থাকে। সুজাতারে এত কথা ছিল বোঝোনি তো নিপম। এইটুকুন বারান্দা মনে হয় উড়ে উড়ে পৃথিবীর সবখানে যায়। বারান্দা থেকে দেখা যায় তুষারপাত, সাদা হয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি গাছপালা পাহাড়চূড়া। পর্ণমোচি বন থেকে সারাদিন পাতা ঝরার শব্দ আসে। জ্যোৎস্নায় জলপ্রপাতে আলোর ঝরনা। বর্ষার নদীর বুকে ভাটিয়াল নৌকো। শীতের অরণ্য থেকে আসে আদিবাসী আগুন। কুসুম উপত্যকা জুড়ে পাহাড় ললনাদের নাচের বর্ণলিপি। এইরকম সব।

নিপম তার জীবনকে স্পষ্ট দুভাগে ভাগ করতে পারে - আবাসন-পূর্ব ও আবাসন-উত্তর। প্রথম জীবনটা যদি হয় স্বপ্ন দেখা, দ্বিতীয়টা স্বপ্নে পাওয়া। প্রথমটা অনিকেত, দ্বিতীয়টা নিকেতন। প্রথমটায় অনেক কিছু থেকেও নেই, দ্বিতীয়টায় প্রায় কিছুই না থেকেও সব আছে। সুজাতার ঢের চুল দুষ্টুমি ভরে নিপমের মুখে এসে পড়ে। বারান্দায় সান্দাকফুর হাওয়া। কে বলে চুলে রক্তপ্রবাহ নেই। চুল খেলা করে, হাজার বছরের শবরী বালির অন্ধর খেলা। টিলার ওপর থেকে তার চুল দীর্ঘ দীর্ঘ হয়ে নেমে পৃথিবীর সনাতন কুহেলিতে জড়ায় নিপমকে।

এই কী চেয়েছিল? মাঝে মাঝে প্রশ্ন খোঁচা দেয়। এই কী সব? এই তার ভালো থাকা? এই তার স্বপ্ন? অজয়-ভাগীরথীর জোড়ে মণিদার কথা মনে পড়ে। ফুরসৎ পেলেই তাঁর কাছে ছুটে ছুটে যাওয়া। স্বদেশি সময়ের কথা, আন্দোলন-বিপ্লবের কথা, বিশ্বাসঘাতকতার কথা। মণিদা বলেন, আমরা অনেক ভুল করেছি। এর মাসুল দিতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। কিন্তু এটা মানতে হবে, আমরাই প্রতিবাদী স্বরকে জোরালো করেছি। বঞ্চনা বৈষম্য যতদিন থাকবে, প্রতিবাদও থাকবে। এই প্রতিবাদকে দাবিয়ে রাখাই শাসকশ্রেণীর সাধনা। আর প্রতিবাদ সংগঠিত করা প্রকৃত সামাজিকের কাজ। এর জন্য সামাজিককে সৎ সরল সহৃদয় সুস্থ হতে হয়। বিপ্লবের বড় বড় বুলি আওড়ানো বা দুমদাম কিছু ঘটিয়ে দেওয়ার তুলনায় সামাজিক হওয়া অনেক কঠিন। নিজেকে সংস্কারের ঊর্ধ্বে, সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে রাখতে হয়। প্রতি মুহূর্তের লড়াই। কিন্তু এছাড়া মানুষের ভালো হওয়া সম্ভব নয়। মণিদার চিন্তা জুড়ে ছিল বহু মানুষের ভালো হওয়া। তাঁর বিশ্বাস, এটা একদিন হবেই। বহু মানুষকে খারাপ রেখে কিছু মানুষ চিরদিন ভালো থাকতে পারে না। মণিদা বহু মানুষের কথা ভাবতেন, আর তেমাথায় নিজেদের 'সুচেতনা' নামাঙ্কিত বইখাতাপত্রের দোকানে বিক্রিবাটহীন একা বসে থাকতেন।

বারান্দায় রাত আরো ঘন হয়েছে। এখন একটু রাত হলেই অনেক বেশি মনে হয়। ফ্ল্যাটের জানালায় জানালায় আলো আছে, কোনও কোনও বারান্দায় আলো আছে, পথের বাতিগুলো জ্বলছে। তীব্র আলো জ্বেলে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। দেমাকের শব্দে ছুটে যাচ্ছে বাইক। তবু সব আলো শব্দ যেন পলায়নপর মনে হয়। যেন ভয় ঢুকেছে সব আলো শব্দের ভেতর। ভেসে আসছে অতুলপ্রসাদের গান। শোনার কেউ নেই। যিনি বাজিয়েছেন, তিনি কি শুনছেন? একটা অন্য স্বর শুনে নিজেকে স্বস্তিতে রাখার জন্যই কি বাজানো?

সুজাতা টিভি দেখছে। নিপম লক্ষ্য করেছে, ঘরের কাজে সুজাতা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে টিভি দেখে। যদি জিগ্যেস করা যায়, শরীর খারাপ লাগছে কিনা, জবাব মিলবে, বিশ্রাম নিতে নেই? ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে খাটাবে? কেন বিশ্রাম নিচ্ছি কৈফিয়ৎ দিতে হবে? বঙ্গীয় সরকারের চাকুরে হিসেবে নিপমের ছুটি ঢের, যদিও মাস্টার-প্রফেসরদের তুলনায় অনেক কম, তবু বেশির ভাগ চাকুরের তুলনায় অনেক বেশি। ছুটির আধিক্য প্রায়ই বিরক্তিকর ল

াগে। কর্মসংস্কৃতি চালু হলে ছুটির উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। চালু হবে কি? তবু তো অফিসে সময়টা যাহোক করে কেটে যায়। সন্ধেয় বাড়ি ফিরতেই হয়। ফিরে দেখে সুজাতা টিভি-মুখী হয়ে খাটে শুয়ে। নিপম বুঝতে পারে, সে উপদ্রব হিসেবে হাজির হল। সুজাতা দরজা খুলে চা-বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে আবার খাটে বসবে, হয়ত শোবে না তখনই, ধীরে ধীরে শুয়ে পড়বে। নিপমের দু-একটা কথার জবাব দেবে, তারপর বিরক্তি প্রকাশ করবে,তারপর.....তারপর যে-ভাষায় কথা বলবে তার চেয়ে পুরনো কাছারি মাঠের নির্জনতা, গা বাঁচিয়ে চলা, ভয়ে ভয়ে হাঁটা ঢের কাম্য, স্বর্গতুল্য। নিপম কখনও টিভি বন্ধ করে কথা বলতে চেয়েছে, কখনও সঙ্গকামনা বোঝাতে প্রগলভ্ হয়েছে, কখনও রাগ দেখিয়েছে, জবাবে যা শুনেছে ভোলা যাবে না। সারাদিন সংসারের কাজে গতর নাশ করে সন্ধেয় যে একটু জিরোবে তার যো নেই, ও কি কে না বাঁদিয়ে নিজের ইচ্ছে বলে কিছু থাকবেনা, গরিব বাপ-মার মেয়ের সাধ-আাদ আবার কী, জন্মের পর কেন মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলল না। কিংবা বলবে, তোমার সঙ্গে এখন হ্যাজাতে হবে, ঢপের কীর্তন শুনতে হবে, সহকর্মীদের চুরি-চামারি ধান্দাবাজি বাতেলা বাজি চামচাবাজি লাগান-ভাগান কেলোর কীর্তি শুনতে হবে, আর নয়ত তোমার মণ মণ হতাশা বা সততার লজেঞ্চুসের কথা। আচ্ছা, আমি কি নিজের মত একবেলা কাটাতে পারি না? কই, আমার কোনও সমস্যার কথা তোমাকে তো বলতে যাই না। জানি, বলে লাভ নেই, কার কাছে বলব। রিমোট টিপে টিপে সুজাতা কিছু খুঁজতে থাকে। একটু দাঁড়ায়, বিরক্ত হয়, আবার বলে, লাফ দেয়, দাঁড়ায়, আবার লাফায়, এগোয়, পেছোয় সুজাতা খোঁজে।

বারান্দায় একা বসে থাকা নিপমের নতুন নয়। এরকম একটা জায়গা হয়ত তার স্বভাবেই আছে। হয়ত সে জানত এরকম একটা জায়গা সে নিজে নিজের জন্য বরাদ্দ করে নেবে। নাহলে কেন সে মণিদার কাছে ছুটে ছুটে যাবে। যখন তার সমবয়সীরা ব্যক্তিগত উত্থানের ব্রতে নানাবিধ কার্যকর দাদার অনুগমন করছে, সে কেন মণিদার মুখোমুখি বসে স্বস্তি পাবে? যখন তার সমবয়সীরা ব্যক্তিগত উন্নতির পরিভাষা আয়ত্ত করছে, সে কেন মানবিক সম্পর্কে খুঁজবে বিকাশের ভাষা? কেন সে ভাববে প্রেম পূর্ণতা দিতে পারে? এবং পূর্ণ দুই মানব-মানবী সামান্য হলেও ভাল কাজ কিছু করতে পারবে?

নিপমের হঠাৎ খেয়াল হল, ঘর থেকে কোনো শব্দ আসছে না। টিভি চললে ভল্যুম যতই কমানো থাক, বাংলা বা হিন্দি সংলাপ বা সুর আবছা ভেসে আসে। সুজাতা ইংরেজি চ্যানেল ক্বচিৎ দেখে এবং খবরের চ্যানেল কখনওই নয়। তাহলে কি ঘুমিয়ে পড়ল? দরজা অল্প ফাঁক করে নিপম দেখল, টিভি বন্ধ। বিছানায় সুজাতা নেই। ঘরের এক কোণে সেই চেয়ারটায় বসে আছে, যেটায় বসলে কিছুক্ষণ বাদেই শিরদাঁড়া টনটন করে এবং এটা ঘটনা নিপম নিজে বসে দেখেছে। এই চেয়ার নিপমের নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ, নিজের কাছে, সুজাতার কাছে, আত্মীয়স্বজনের কাছে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে, যারা এ-ঘরে এসেছে তাদের প্রত্যেকের কাছে। চেয়ার আছে, বসা যায় না। বসানো মানে কষ্ট দেওয়া। বসলে কোমর পিঠের ব্যামো অনিবার্য। একটা চেয়ার যে চেনে না, তার ওপর কী ভরসা। দোকানদার খদ্দের বুঝেই দিয়েছে। হয়ত সস্তায় দিয়েছিল। সস্তার মাল যা হয়। ফ্ল্যাট কিনতে পারা এবং গোঁসাইবাড়ির বন্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারার আনন্দে একরকম দিগ্বিজয়ী নিপম যখন সুজাতার মধ্যে প্রেমিকার পুনখানে জীবনের নরম কোমল সূক্ষ্ম সাফল্যের স্বাদ পাচ্ছিল, এ চেয়ার সেই সময়ের কেনা। তেমন ভাবনা-চিন্তা ছিল না, শুধু ভাবা গিয়েছিল, চেয়ারটা দেখতে ভালো, পিঠে পায়ায় অল্পবিস্তর কারোধ আছে, ফ্ল্যাটে মানানসই হবে, প্লাস্টিকের দুটো চেয়ার আছে বটে, গরিব গরিব লাগে, পরে সুবিধেমত এরকম আরেকটা চেয়ার বানিয়ে নেওয়া যাবে। কাঠের চেয়ার দেখে সুজাতাও খুশি হয়েছিল। বলেছিল, এটায় তুমি বসবে। কষ্ট করে এত কিছু করছ। তুমি যখন বাড়ি থাকবে না, আমি বসব। এই চেয়ারে তারা নানা ভাবে ভঙ্গিমায় একসঙ্গে বসেছে। তারপর পরিত্যক্ত হয়ে নোংরা জামাকাপড় রাখার জায়গা হয়ে গেল। এখন সেই চেয়ারে বসে আছে সুজাতা।

শৈলেনদার বীভৎস হত্যাকান্ড সুজাতাকে সন্ত্রস্ত করেছে। সেদিনই দীর্ঘকাল পর নিপমের গা ঘেঁষে বসে চাপা কাঁপা গলায় বলেছিল, কে মারল গো? কেন মারল? প্রশ্নটা সবার, এ তল্লাটের, বাইরের, দূরের মানুষের। অমন ভদ্র সুজন, সৎ সরল, শুভেচ্ছার মানব-মূর্তিকেখুন করা যায়, সভ্য সমাজ ভাবতে পারে না। শৈলেনদা খুন হন বাড়ির দরজার বাইরে, তাঁর মাথায় তিনটে গুলি করা হয়, গলায় বুকে চারটে, খুনি দুজন, এসেছিল বাইকে। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি, একমাথা পাকা চুলের

শৈলেনদা পড়েছিলেন রক্তপ্লাবনে। এ দৃশ্যে সভ্যসমাজের সন্ত্রস্ত হওয়ারই কথা। সন্ত্রাস ভাঙতে হাজার হাজার মানুষের মিছিল বেরল। তাতে সন্ত্রাস আরও বাড়ল। কারণ, সবাই জানে শৈলেনদার খুনিরা মিছিলেই আছে। কারণ, মিছিলের বাইরে প্রায় কেউ নেই, যদি থাকেও, তারা অন্য কোনো অভিমানে কোনো মিছিলেই আসে না। প্রায় প্রত্যেকেই ভাবল, তারা খুনিদের পাশাপাশি মিছিলে হাঁটছে। মৃতদেহ নিয়ে অমরত্বের স্লোগান আবাসনের দেওয়ালে দেওয়ালে আছড়ে সন্ত্রাসের গভীর দাগ রেখে গেল। সুজাতাকে এসব কিছুই বলেনি নিপম। সুজাতা বোঝে না এমন নয়। হয়ত ও নির্দিষ্ট লয় জানতে চায়। তেলিয়া, জাম্পার, ঢালাই তারক, কান্নিক, র‍্যাঁদা বিজুয়া বা এরকম নাম কিছু করতেই পারত নিপম, যাদের ঘিরে নিচু জায়গার বহু উপকথা থাকে, যারা একরকম উপজাতীয়ের বিচ্ছিন্নতার মর্যাদা পায়। বললে কি স্বস্তি পেত সুজাতা? বিশ্বাস করত? জাম্পারের গ্যাংয়ের হাতে ছেনিলালা কাটপিস হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকা থমথমে হলে নিপম বলেছিল, আমরা তো উঁচুতেই আছি। সুজাতা জবাব দিয়েছিল, তাই কি? আমাদের ৬৩০, দাম ৫ লাখ। বনানীদের ৭৫০, ৮ লাখ। অণবাবুদের ১১০০, ১৫ লাখ। কোথায় আছি আমরা? নিপম জানে, এভাবেও কত উঁচু-নিচু হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে। ৭৫০-র বনানী ১১০০-র অণ গুপ্তর স্ত্রীর বন্ধুত্ব পেতে ঘুরঘুর করে, ৬৩০-এর সুজাতার সঙ্গে সে কণা করে কথা কয়। ১১০০-র অণ পাত্র যেহেতু ৭৫০-র বনানীর চেয়ে সফল, বনানীকে খুচরো যৌন প্রস্তাব দেওয়ার হক তার আছে। নিপমরা ঢালাই তারকদের নিচু লাইনে থেকেও নেই, উঁচুতে তো নেই-ই। নিপম বলতে পারত, আমরাই শৈলেনদাকে খুন করেছি। বলা হয়নি। শৈলেনদা গত দু-তিন বছর একটা গান খুব গাইতেন ঃ বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই, মরতে হবে। শৈলেনদা জানতেন।

মণিদার আত্মহত্যার খবরে আঁতকে উঠেছিল নিপম। বন্যার অজয়ে ভেসে তাঁর দেহ দূরের একটা গ্রামে গিয়ে ঠেকেছিল, যেখানে একসময় তিনি বিপ্লবী কর্মকান্ড শু করেন। জোতদারের গুন্ডাবাহিনী ও পুলিসবাহিনীর যৌথ আক্রমণের বিদ্ধে চাষীদের সাহসী ও সশস্ত্র করার আদর্শপ্রাণিত যৌবনের কয়েকটা বছর কেটেছিল সেই গ্রামে। মণিদার দেহ চিনতে পারার কথা নয়, দারিদ্র্য ও অপুষ্টি তো ছিলই বয়সও একটা কারণ, তবে বড় কারণ এটাই যে অনেকেই চিনতে চায় না যেহেতু নিজেরাই এখন জোতদার ও পুলিস হয়ে গেছে, তবু দু-চারজন থেকে যায় যারা চিনে ফেলে। তারাই খবর দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কাকে দেবে। যে-পুলিসকে মণিদা রাষ্ট্রশক্তি বলে ঘৃণা করতেন, সেই পুলিসই মণিদার দেহ সৎকার করে। না করলে মণিদার দেহে দুর্গন্ধ হয়ে যেত। আত্মহত্যার খবর, মণিদার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব না থাকলেও ছাড়তে দেরি হয়নি। সফল মানুষজনই সেই দায়িত্ব নিয়েছিল। আর কেউ যেন মণিদা না হয়। আত্মহত্যার খবর পাওয়ার মাসখানেক আগে নিপম মণিদার কাছে গিয়েছিল। শাঁখাইঘাটের ঠান্ডা মাটিতে বসে অনেক রাত পর্যন্ত কথা বলেছিল তারা। মানুষের শঠতা অসততা দ্বিচারিতার কিছু অভিযোগ মণিদার সামনে উগরে দিয়েছিল নিপম। হাসতে হাসতে জবাব দিতে দিতে মণিদা সে-রাতে অন্য মণিদা হয়ে যান। মানুষকে চিনবে তার অন্ধকার দিকটা দেখে, যেটা সে আড়াল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই চেষ্টাটা ভয়ঙ্কর ভন্ডামি। ভালো ভালো কথা, ভালো ভালো শব্দ আসলে সুগন্ধি যা নষ্ট বাস্তবকে চাপা দেয়। মানুষ নিজেকে অনৈতিকভাবে ভালোবাসতে শেখো। দেখবে, আর কষ্ট পাচ্ছো না। মণিদা ঘটনা তুলে তুলে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, অন্ধকারটা সত্য, যেটুকু আলো দেখা যাবে তা অন্ধকারের ঘুলঘুলি দিয়ে। নিপম বলেছিল, তবে কেন আপনি.....। থাক, থামিয়ে দিয়েছিলেন মণিদা, নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। তাঁর অলীক বিশ্বাস তাঁকে খুন করেছে। এভাবেও ভাবা যেতে পারে, মণিদা আর বিশ্বাসটা বাঁচিয়ে রাখতে পারছিলেন না। নিজেকে মেরে বিশ্বাসটা বাঁচিয়ে রাখলেন। মণিদা কি জানতেন না এভাবে বাঁচিয়ে রাখার ভাবনাটা ভুল? মরে যাওয়া ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না।

ঘরে ঢোকে নিপম। কতক্ষণ আর বারান্দায় বসে থাকা যায়। সুজাতা তেমনই বসে আছে। নিপমের বলতে ইচ্ছে করে, এসো, শুয়ে পড়ি। বলা উচিত। বলে, অনেক রাত হল। কোনো জবাব পায় না। বাথমে ঢোকে। বেরিয়ে আসে। তোয়ালে টেনে নেয়। মুখ মোছে। ঘাড় মোছে। হাত-পা মোছে। আয়নার সামনে দাঁড়ায়। চুল আঁচড়ায়। চোখ বুজে আসে। বলে, শুয়ে পড়ছি। বিছানার কাছাকাছি এসে আবার ফিরে যায় ড্রেসিং টেবিলে। আঙুলের ডগায় ক্রিম তুলে নেয়। গালে কপালে ঠোঁটে নাকে ছোঁয়ায়। মাখে। সুন্দর একটা গন্ধ। তেলতেলে মসৃণতা। ভালো লাগে। মাথার বালিশটা দুবার চাপড়ে

নিপম শুয়ে পড়ে।

সুজাতা জিজ্ঞেস করে, ছেলেটাকে দেখেছ তুমি?
কোন ছেলেটা? ও, ঐ বিকলাঙ্গ? হ্যাঁ, দেখলাম। সবাই দেখছে।
দেখতে পারলে? দেখতে ইচ্ছে করল। একটা বিকলাঙ্গ ছেলে। আমাদের মত নিপম বলল, কারও সন্তান।
মাথাটা নাকি বীভৎস?
অস্বাভাবিক বড়। শরীরটা এটুকুন। পাঁচ-ছ বছরের ছেলের মত। হাত-পা লিকলিকে। পেটটা উঁচু। নিজের নড়ার ক্ষমতা নেই। অসহায়।

অফিস যাওয়ার পথে সে বিকলাঙ্গ ছেলেটার খবর শোনে। তার ইচ্ছে হল ছেলেটাকে দেখে আসার। কে বা কারা ফেলে রেখে গেছে। জ্যান্ত। হাত-পা নাড়ছে। আর মাঝে মাঝে অ-বো বলে চেঁচিয়ে উঠছে। সবাই বলছে, মালটাকে সরাতে হবে। এলাকার বাচচারা মেয়েরা বেরতে পারছে না। বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার রাস্তার পাশে নিচু জায়গায় বিকট বিকলাঙ্গটা পড়ে আছে। যেখানে পপকর্ণ, ভেলপুরি, ভাজাভুজির রিত্ত গাড়িগুলি, যেখানে আবর্জনা, এঁটোকাটা, কুকুর ও বেড়াল, যেখানে গরিবগুর্বোর জামাকাপড় শুকোয়, সেইখানে। সবাই বলছে, মালটা সরাতে পাঁচ-সাতশ খরচা হবে। একটা চত্র হয়েছে, টাকা নিয়ে মালটা সরিয়ে অন্য কোথাও রেখে আসবে।

সুজাতা জাগল, সন্ধের সময় বিকট চিৎকার করছিল।
নিপম বলল, কী আর করবে। শুয়ে পড়ো।
সুজাতা বলল, কেউ যদি ছেলেটাকে তুলে আমাদের দরজায় রেখে যায়।
নিপম বলল, অসম্ভব নয়।

এভাবে না বললেও হত। নিপম ভাবে। সুজাতা ভয় পেয়েছে। ওর ভয় ভাঙানো দরকার। উল্টে সে কিনা আরও ভয় ধরিয়ে দিল। কিন্তু এটা তো সত্যি অসম্ভব নয় যে, সেই বিরাট মাথাওলা, লিকলিকে হাত-পা আর পেটফোলা মানুষ-পোকাটাকে কেউ এই ফ্ল্যাটবাড়ির দরজায় বা তাদের ঘরের দরজায় ফেলে রেখে গেল।

হঠাৎই রাত চিরে যেতে থাকল অ-বো চিৎকারে। সুজাতা পাশের ঘরে ছুটে গেল। ভয়াবহ ডাক। ঐটুকু পোকা এত জোরে ডাকে? অ-অ বো-ও-ও। সুজাতা ঠাকুরের সিংহাসনের পাশে রাখা ঘন্টা তুলে প্রাণপণে বাজাচ্ছে। ও ঠাকুর বসিয়েছে ঐ ঘরে। পাগলা-ঘন্টির মত বেজে যায় সুজাতার ঘন্টায় সতর্কতামূলক, জাগরণমূলক, শুভবাসনামূলক, ত্রাসমূলক।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com